الْمُسَبَّعَاتُ الْعَشَرَ

মোছাব্বাআ’তুল আ’শারা

দশটি সাত

Al-Musabba’at al-‘Ashara

-The Ten Sevens-

ইমাম গাজ্জালীর (রহঃ)- "**এহইয়াউ উলুমুদ্দীন**" (ধর্মীয় শিক্ষার পুনরুদ্ধার) বইতে বর্ণিত আছে: “হযরত খিযর (আঃ) ইব্রাহিম তাইমি (রহঃ)-র সঙ্গে সশরীরে সাক্ষাৎ করে তাঁকে একটি বিশেষ মূল্যবান উপহার দিয়েছিলেন, যা মোছাব্বাআ’তুল আ’শারা”-“দশটি সাত” নামে পরিচিত। এরপর ইব্রাহিম তাইমি (রহঃ) নবী (সাঃ) কে স্বপ্নে দেখেছিলেন এবং তাকে দো‘আ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যা খিযর (আঃ) তাঁর প্রতি নির্দেশ করেছিলেন। নবী (সাঃ) বলেছিলেন: এটা সত্য। খিযর (আঃ) সত্য কথা বলেছেন। খিযর (আঃ) যা বলেন, তা সত্য। তিনি বিশ্ববাসীকে জানেন এবং তিনি আবদালদের মধ্যে সেরা। তিনি বিশ্বে আল্লাহর অন্যতম সৈনিক। অন্যান্য পুরষ্কারের মধ্যে, কেউ যদি এটি তিলাওয়াত করে তবে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করবেন এবং তাঁর উপর থেকে তাঁর ক্রোধ তুলে নিবেন এবং তাঁর বাম দিকের ফেরেশতাকে আদেশ করবেন যেন তিনি তাঁর পাপ এক বছরের জন্য না লিখেন। আল্লাহ তা'আলার সৌভাগ্যবান বান্দা ব্যতীত কেউ এটাকে আমল করে না এবং যাকে দুর্ভাগ্যবান হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, সে ব্যক্তি ব্যতীত কেউ এটিকে ত্যাগ করে না। যদি আপনি যিকর, দো‘আ এবং কুরআন একসাথে পড়ার পুরষ্কার পেতে চান, তবে সূর্য ওঠার আগে ও সূর্য ডুবার আগে “মোছাব্বাআতুল আ’শারা”-“দশটি সাত” পড়ুন যা খিজর (আঃ) ইব্রাহিম তাইমি (রহঃ)-কে বিশেষ মূল্যবান উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন”।

ওযায়েফে লতিফীয়া (হযরত মৌলানা শাহ আব্দুল লতিফ মিরসরাই রাহমাতুল্লাহ আলাইহি- রচিত)- এ উল্লেখ আছে "মোছাব্বাআ'তুল আ'শারা" ("দশটি সাত") –"এটি ফায়দা ও উপকারী জিনিষ, যথাসাধ্য আমল করবেন। ফজরের এবং আসরের নামাজের পর এটি ("মোছাব্বাআ'তুল আ'শারা"-"দশটি সাত") পড়লে দোনো জাহানে সম্মান পাওয়া যায়"- যা নিম্নরুপ:

(১) বিসমিল্লাহের সাথে সূরা ফাতেহা পড়ুন – সাত বার।
(২) বিসমিল্লাহের সাথে সূরা নাস পড়ুন – সাত বার।
(৩) বিসমিল্লাহের সাথে সূরা ফালাক পড়ুন – সাত বার।
(৪) বিসমিল্লাহের সাথে সূরা ইখলাস, পড়ুন – সাত বার।
(৫) বিসমিল্লাহের সাথে সূরা কাফেরুন পড়ুন – সাত বার।
(৬) বিসমিল্লাহের সাথে আয়াতুল কুরসী পড়ুন – সাত বার।
(৭) বিসমিল্লাহের সাথে কালেমায়ে তামজীদ পড়ুন – সাত বার।

কালেমায়ে তামজীদ:

سُبْحَانَ اللهِ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ، وَ اللهُ اَكْبَرُ وَلا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْم

উচ্চারণ -*সুবহানাল্লাহি ওয়ালহামদু লিল্লাহি ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াল্লাহু আকবার, ওয়ালা হাওলা, ওয়ালা কু'ওয়াতা, ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল* আযীম- (সাত বার)।

অর্থ -আল্লাহ পবিত্র, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন উপাসনার যোগ্য নেই এবং আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ। সর্বশক্তিমান ও মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন শক্তি বা সামর্থ নেই।

কালেমায়ে তামজীদ এর পরে মাশায়েখগণ এই দোয়াটি পড়তেন (দ্রষ্টব্যঃ -ওযায়েফে লতিফীয়া):

عَدَدَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَزِنَةَ مَا عَلِمَ اللّٰهُ وَمِلْأَ
مَا عَلِمَ اللّٰهُ ۝

উষ্চারণ: আ'দাদা মা আলিমাল্লাহু, ওয়া জিনাতা মা আলিমাল্লাহু, ওয়া মিল–আ মা আ'লিমাল্লাহু"

(৮) বিসমিল্লাহের সাথে দরুদ শরীফ পড়ুন – (সাত বার)।

يعنے [اللهم صل على محمد عبدك ونبيك
وحبيبك وشفيعك ورسولك النبي الامي واله
واصحابه وبارك وسلم]

উষ্চারণ - "আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা মুহাম্মাদিন আ'ব্দিকা, ওয়া নাবিয়ীকা, ওয়া হা'বিবিকা, ওয়া শাফিয়ি'কা, ওয়া রাসুলিকা, নাবিইল উমমিয়ি, ওয়া আলিহি, ওয়া আস-হাবিহি, ওয়া বারিক, ওয়া সাল্লেম"

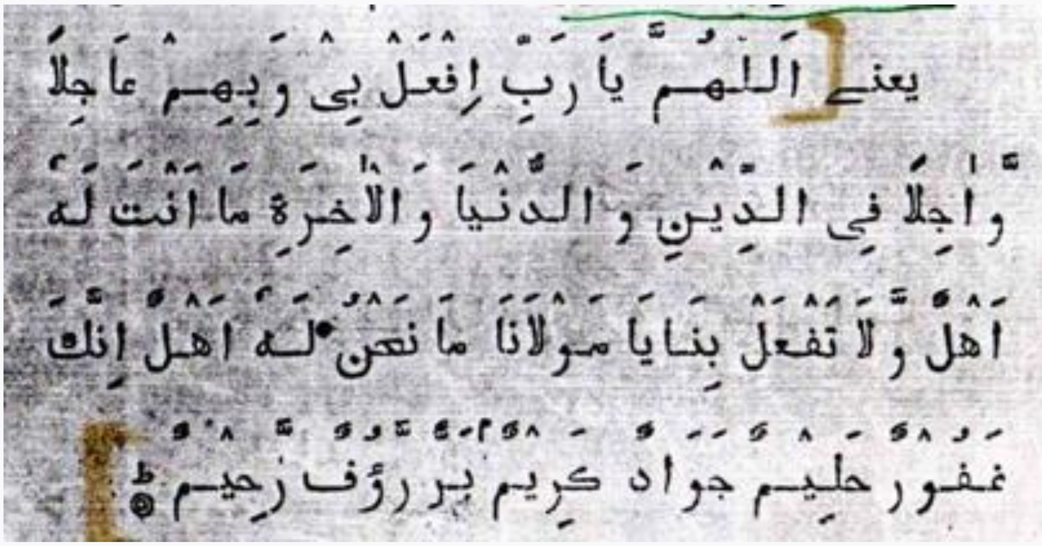
(৯) বিসমিল্লাহের সাথে মা-বাবা জীবিত ও মৃত মুমিন মুসলমানদের সবার জন্য মাগফিরাত কামনা করে দোয়া পড়ুন – (সাত বার)।

يعنے [اللهم اغفرلى ولوالدى ولمن
توالد وارحمهما كما ربيانى صغيرا ط واغفر
لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين
والمسلمات الاحياء منهم والاموات]

উষ্চারণ -আল্লাহুম্মাগফিরলি ওয়ালে ওয়ালি দাইয়া, ওয়ালে মান তাওয়ালাদা, ওয়ার হামহুমা কামা রাব্বায়িনী সাগীরা, ওয়াগফিরলি জামে-ই'ল মু'মিনা ওয়াল মু'মিনাত,

ওয়াল মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাত, ওয়াল আহ’ইয়ায়ে মিনহুম ওয়াল আম-ওয়াত - (সাত বার)।

(১০) বিসমিল্লাহের সাথে বিনীতভাবে (অতি বিনয়ের সাথে) এই দোয়াটি পড়বেন (৭ বার)।



يعنے اللهم يا رب افعل بي وبهم عاجلا
وآجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له
أهل ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن له أهل إنك
غفور حليم جواد كريم بر رؤف رحيم

উচ্চারণ - আল্লাহুম্মা ইয়া রাব্বি ইফ-আল, বি ওয়া বিহিম, আ'জিলান ওয়া আজেলান ফিদ্দীনি ওয়াদ-দুনিয়া ওয়াল আখিরা, মা আন্তা লাহু আহলুন, ওয়ালা তাফ–আল বিনায়া মাওলানা মা নাহনু লাহু আহলুন ইন্নাকা গাফুরুন হালিমুন জাওয়াদুন কারিমুম বাররুর রাউফুর রাহিম (৭ বার)।

অর্থ - হে আল্লাহ, ইয়া রাব্বি , আমাকে এবং তাদেরকে দিন (এমন ব্যবহার করুন) এখনই এবং ভবিষ্যতেও (ইহকালে ও পরকালে); ধর্ম, দুনিয়া ও আখেরাতে–যা আপনাকে মানায় (আপনার উপযোগী) । হে আমাদের পৃষ্ঠপোষক, আমাদের প্রতি এমন ব্যবহার করবেননা, যেন শাস্তীর উপযোগী হই - যা আমাদের(পাপীদের) মানায়(উপযোগী)। নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, পরম ধৈযশীল, সর্বাধিক উদার, বড় দাতা , পরম বন্ধু, অতিশয় সদয়, পরম দয়ালু।

***---মূল "মোছাব্‌বাআ'তুল আ'শারা"("দশটি সাত") এখানেই শেষ, কিন্তু মাশায়েখগণ আরও যোগ করছেন** (দ্রষ্টব্যঃ -ওযায়েফে লতিফীয়া)**::**

(১) يا جَبَّارُ **ইয়া জাব্বারু** (২৫ বার) –

The Compeller (এমন বাদশাহ যিনি যা খুশি তাই করতে পারেন)

(২) تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ (৬ বার) (12:101)

উচ্চারণ- তাওয়াফ–ফানি মুছলিমাওঁ ওয়ালহি'ক–নী বি–স সালেহীন (৬ বার)

অর্থ - আমাকে মুছলিম হিসেবে (ইসলামের উপর) মৃত্যুদান করুন এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের সাথে মিলিত করুন।

(৩) ٣ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِي بِرِفْعَتِكَ يَا رَافِعُ ۝ ৬ বার

উচ্চারণ - আল্লাহুম্মাহ দিনি বিরাফ–আতিকা ইয়া রাফিউ (৬ বার)।

অর্থ - হে আল্লাহ আমাকে হেদায়েত করুন আপনার উচ্চতার সঙ্গে, হে উন্নতি প্রদানকারী।

(৪) ٤ اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مُحِبًّا لَكَ وَأَمِتْنِي مُحِبًّا لَكَ
وَاحْشُرْنِي تَحْتَ أَقْدَامِ كِلَابِ أَحِبَّائِكَ ৭ বার

উচ্চারণ - আল্লাহুম্মা আহ'ইনি মুহিব্বান লাকা ওয়া আ–মিতনি মুহিব্বান লাকা ওয়াহ' শু–রনি তাহ'তা আক'দা-মি কিলাবে আহ'বাবিক (৭ বার)।

অর্থ - হে আল্লাহ আপনার ভালোবাসার সাথে আমাকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং আপনার ভালোবাসার সাথে আমাকে মৃত্যু দিন এবং আপনার ভালোবাসার প্রিয়জনের পায়ের নীচে আমাকে জড়ো করুন।

এবং মাশায়েখরা এই দোয়া– মোনাজাতটি পড়তেন:

اَللّٰهُمَّ انْصُرْنَا مِنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَكَبِيْرٍ ذَكَرٍ
اَوْ اُنْثٰى حُرٍّ اَوْ عَبْدٍ شَاهِدٍ اَوْ غَائِبٍ وَضِيْعٍ اَوْ
شَرِيْفٍ كَافِرٍ اَوْ مُسْلِمٍ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لَا يَرْحَمُنَا
وَلَا يَخْفٰى مِنْ عِنْدِكَ يَا اَللّٰهُ يَا اَحَدُ يَا صَمَدُ يَا
رَبُّ يَا غَفُوْرُ يَا شَكُوْرُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ اِلَيْكَ
يَا هُوَ يَا مَنْ لَيْسَ لَهُ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ
رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ لَا يُجَلِّيْهَا لِوَقْتِهَا اِلَّا هُوَ بِسْمِ
اللّٰهِ مَجْرٖيهَا وَمُرْسٰهَا اِنَّ رَبِّيْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۞

উচ্চারণ -আল্লাহুম্মান সুরনা মিন কুল্লে সাগিরিন ওয়া কাবিরিন, যাকারিন আও উন–ছা, হুররেও আও আবদিন, শাহেদীন আও গায়েবীন, ওয়াদি–ইন আও শারিফিন, কাফিরীন আও মুছলিমীন ওয়া লা তুছাল্লেত আ'লাইনা মান লা ইয়ার হা'মনা, ওয়া লা ইয়াখ'ফা মিন ইন্দিকা, ইয়া আল্লাহু, ইয়া আহাদু, ইয়া সামাদু, ইয়া রাব্বু, ইয়া গাফুরু, ইয়া শাকুরু, বে রাহমাতিকা আস্তাগিছু ইলাইকা, ইয়া হুয়া ইয়া মান লাইছা লাহু ইল্লাহু, আ'লাইহে তাওয়াক্কালতু ওয়া হুয়া রাব্বুল আ'রশীল আজিম , লা-ইউ জাল্লিহা লে

ওয়াক–তেহা ইল্লা হুয়া, বিসমিল্লাহে মাজরেহা ওয়া মুরছাহা ইন্না রাব্বি লা গাফুরুর রাহিম।

অর্থ -হে আল্লাহ আমাদেরকে সাহায্য করুন – আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ছোট, বড়, পুরুষ বা মহিলা, স্বাধীন অথবা দাস, উপস্থিথ বা অনুপস্থিথ, তুচ্ছ(অধম) বা সম্মানিত, কাফের বা মুসলিম এবং আমাদের উপর এমন কাউকে চাপিয়ে দিওনা যে আমাদের উপর রহম করেনা এবং আপনাকে ভয় করেনা। হে আল্লাহ, হে অমুখাপেক্ষী ,হে রব, হে ক্ষমাকারী, চূড়ান্ত প্রশংসাকারী (যিনি সামান্য কিছুর জন্য অনেক পুরষ্কার দেন) আপনার রহমতের সাথে আপনার কাছে মিনতি (সাগ্রহে প্রার্থনা) করছি, যিনি ছাড়া আর কেহই নাই, আপনার উপর তাওয়াক্কাল (নির্ভর) করছি, যিনি মহান আরশের অধিপতি। তিনি ছাড়া কেহই সেই সময় (কিয়ামত) প্রকাশ করতে পারেনা, আল্লাহর নামেই এর গতি ও স্থিতি। নিঃসন্দেহে আমার পালনকর্তা অতি ক্ষমাপরায়ন, মেহেরবান।

*************************___***************************

“পরওয়ারদেগার! আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ”।

সম্পাদনা- শাহ মুহাম্মদ এনামুর রহিম লতিফী,
পি. এইচ. ডি., (ক্লেমসন বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা)
সোমবার, ০১ মুহাররম ১৪৪৩ হিজরী, ০৯ আগস্ট ২০২১, ২৫ শ্রাবণ ১৪২৮ বাংলা,
হাইল শহর, হাইল প্রদেশ, সৌদি আরব
Email: erlatifee@gmail.com